"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি "

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১৬তম সাধারণ** সভার কার্যবিবরণীঃ

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক
২. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৮. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
৯. জনাব কাজী তালাত হোসেন
১০. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১১. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১২. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৩. জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন
১৪. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৫. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস
১৬. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৭. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৮. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৯. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
২০. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২১. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২২. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২৩. জনাব মোঃ শমশের আলী মিন্টু
২৪. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৫. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৬. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৭. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৮. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
২৯. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা।
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৪. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে জনাব শামীম জেহাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা এর পক্ষে।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা এর পক্ষে।
৭. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটারিয়ান (র‍্যাব)-৬, খুলনা।

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম উপস্থিত মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ ও কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সর্বপ্রথমে তিনি পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর তিনি বলেন, পদ্মা সেতু দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা উপহার। এর কারণে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, শিল্পের বিপ্লব ঘটবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে তিনি স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

মাননীয় মেয়র মহোদয় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠঅন্তে উপস্থিত সকলকে সালাম ও স্বাগত জানান। অত:পর তিনি বলেন, সিলেট, মৌলভীবাজারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা শুরু হয়েছে এবং বন্যায় লোক মারা গেছে। বন্যায় বিভিন্ন এলাকার অবস্থাও ভাল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ সিলেট বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এবং যারা মারা গেছেন তাদের জন্য তিনি শোক প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম এর সীতাকুন্ডে প্রাইভেট কন্টেইনারে আগুন লেগে অনেক লোক মারা গেছে। তিনি এসব মৃত ব্যক্তিদের জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালনসহ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করায় তা পালন করা হয়। তিনি আরো বলেন, আগামি ২৫ জুন, ২০২২ তারিখ স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ সকলেই আনন্দের সাথে শতস্ফুর্তভাবে যোগদান করবেন। সফলভাবে যোগদান করার জন্য খুলনা মহানগর থেকেও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকলেই যোগদান করবেন বলে তিনি আশা পোষণ করেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম ক্ষমতায় এসে মেয়াদের শেষের দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান পদ্মা ব্রীজের স্থলেই একই জায়গায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। খুলনার রূপসা ব্রীজ নির্মাণের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে সার্কিট হাউজ ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারলে তিনি রূপসা ব্রীজ নির্মাণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানে সফর থাকাকালীন পদ্মা ব্রীজ ও রূপসা ব্রীজ এ দুইটি ব্রীজের মধ্যে আগে রূপসা ব্রীজ নির্মানের মতামত প্রদান করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না আসার কারণে ঐ সময় পদ্মা ব্রীজ নির্মিত হয় নি। ঐ সময় যাতে এই ব্রীজ নির্মিত না হয় তার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুইটি বিভাগ খুলনা ও বরিশালের মানুষ সেটা জানতে পেরে আন্দোলন করে। যার কারণে ঐ ব্রীজ ওখানে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ঐ সময়ের সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এলে দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অজুহাতে টাকা দেয়া বন্ধ করলো। তারা কোন টাকা দিল না, অথচ দুর্নীতি হয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করলো। তাই পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালে তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা, বলিষ্ঠ মনোবল দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা ব্রীজ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না থাকলে পদ্মা ব্রীজ ওখানে নির্মিত হতো না। তাই শেখ হাসিনা থাকলে বাংলাদেশ ভাল থাকবে। শিল্পাঞ্চল খুলনার ঐতিহ্য প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে খুলনাকে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র ছিল। এ পদ্মা ব্রীজের কারণে খুলনা ও মোংলা বন্দরের প্রাণ ফিরে পাবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি মালামাল আনা-নেয়া করা যাবে বিধায় অর্থনীতিতে এ ব্রীজ খুলনাঞ্চলে অনেক অবদান রাখবে এবং খুলনায় বৃহৎ অর্থনৈতিক কার্যক্রমসহ কর্মসংস্থান অনেক বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র শেখ হাসিনার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে এবং এ দেশ এক সময় বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ে উঠবে। এ জন্য শেখ হাসিনাকে দোয়া করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত লাভ করবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। গত ০৩/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** গত ০৩/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ১৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আলোচ্যসূচি-১ এ ১৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংযোজন বা বিয়োজন থাকে অথবা কোথাও কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন থাকে, তবে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, ১৫তম সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচি বিবিধ-২ তে কিছু আলোচনা হয়েছিল এবং তার বিপরীতে জন্ম নিবন্ধন কাজের স্বার্থে কম্পিউটারের স্ক্যানার প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওয়ার্ডে তা সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া যে সব ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী নাই তাদের লোক দেয়ার বিষয়ে পরবর্তীতে বিবেচনা করার হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিনা তিনি জানতে চান। তিনি আরো বলেন, জন্ম নিবন্ধন কাজে ডিসি অফিস সার্ভার বৃহস্পতিবার বন্ধ করে এবং শুক্রবার-শনিবার মিলে সপ্তাহে তিন দিন সার্ভার বন্ধ থাকে। রাত ১টা/২টা পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধনের কাজ করে অন লাইনে পাঠানো হয়। ডিসি অফিসের অন লাইনের কাজ শেষ হলে তারা পাঠালে তারপর অন লাইন কপিতে কাউন্সিলররা সই করে। ভোটার তালিকা এবং আদম শুমারি উভয় কাজেই জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন বিধায় ওয়ার্ড অফিসে ভিড়ের কারণে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তার ওয়ার্ড অফিসে ৫০/৬০ জন মানুষ সব সময় বসে থাকে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে অন লাইনে ডিসি অফিসের সার্ভার সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি মেয়র মহোদয়ের নিকট জোর দাবী জানান। **জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭,** কেসিসি বলেন, জন্ম নিবন্ধন কাজে ডিসি অফিসের সার্ভার বৃহস্পতিবার বন্ধ করে এবং রবিবারেও খোলে না। এ কাজে অনেক জটিলতা হচ্ছে। ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে কিন্তু সার্ভারের সমস্যার কারণে অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন সনদ পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। অনেক লোক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে। কিন্তু আগে তাদের স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র দিতে হবে। ভোটার তালিকা নিবন্ধন করা হচ্ছে। এটা জন-গুরুত্বপূর্ণ সম্পন্ন একটা বিষয়। অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন সনদ না হলে ভোটার তালিকা এবং জনশুমারি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে ওয়ার্ড অফিসগুলোতে অত্যন্ত জনচাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি ডিসি অফিসের সার্ভার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, অন লাইন সার্ভার ডাউন আছে। এ সংক্রান্তে জনাব পলাশ কান্তি বালা এখন রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং এ কাজ করা এখন তার দায়িত্ব। টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ কাজের সমাধান করার চেষ্টা চলছে। ডিসি অফিসের সার্ভার বন্ধ থাকে এবং নিবন্ধন কাজে নানাবিধ সমস্যা হচ্ছে বিধায় কেসিসি'র সচিব/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার অধীনে সার্ভার দেয়ার বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), কেসিসি বলেন, সবাই শুক্রবার-শনিবার অন লাইনে জন্ম নিবন্ধনের কাজ করে। আগে দশ হাজার পেন্ডিং ছিল, এখন ছয়শ পেন্ডিং আছে। ডিসি অফিস পুরা সপ্তাহের ডাটাগুলো নেয় এবং শুক্রবার-শনিবার তারা অন লাইনে কাজ করে। আবার ওয়ার্ড অফিসগুলো শুক্রবার-শনিবার অন লাইনে কাজ করে বিধায় সার্ভার ডাউন হয়। **জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯,** কেসিসি বলেন, জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে ওয়ার্ডে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ডিসি অফিসে যারা জন্ম নিবন্ধনের কাজ করে তাদের কার্যক্রমে সার্ভার প্রায় বন্ধ থাকে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে কথা বলা দরকার। একটা শিশু স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ অন লাইনে নেয়ার জন্য স্কুলের শিক্ষক পাঠিয়ে দিচ্ছে কাউন্সিলর অফিসে। তারপর কাউন্সিলর অফিস থেকে অন লাইনে ডিসি অফিসে পাঠাচ্ছে এবং এতে সময় লস হচ্ছে। এটা জনগণ মেনে নিচ্ছে না। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন কাজ করে দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে, তা না হলে এ কাজে ওয়ার্ডে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। **জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫,** কেসিসি বলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সালাম ভাই বলেছেন সরকার 'ইউনিক আইডি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আপ-গ্রেড অনলাইন তালিকা করতেছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকরা অভিভাবকদের অনলাইন জন্ম নিবন্ধন কালকেই আনতে বলে। সেক্ষেত্রে আগে বাবা-মার এন্ট্রি হবে, তারপর তার সন্তানের নিবন্ধন হবে। আর সেই কারণে ওয়ার্ড অফিসে জনগণ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিষয়টি অনেক জটিল করে ফেলেছে। তাই জন্ম নিবন্ধন সার্ভার সিটি কর্পোরেশনকে দেয়া হোক, তাহলে এ কাজ সহজ হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, ডিসি অফিস অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন উপজেলায় পালন করুক। কাজের স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অন লাইন সার্ভারের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলে সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় জন্ম নিবন্ধন সহকারী সংকট সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে এবং উপস্থিত সকলের সম্মতিতে তিনি ১৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৩/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২। গত ২০/০৪/২০২২ ও ২৬/০৫/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯,** মাননীয় মেয়র মহোদয় সুস্থতা লাভ করায় আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করেন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সিলেট ও সুনামগঞ্জের মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে বিধায় তাদের জন্য তিনি দু:খ প্রকাশ করে গত ২০/০৪/২০২২ ও ২৬/০৫/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণীর সুপারিশসমূহ সভায় উপস্থাপন পূর্বক বলেন, সোনারবাংলা ইমব্যাংকমেন্ট প্রজেক্ট লিমিটেড খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়ন খাতে ৮৫ কোটি টাকা দিবে এবং কেসিসিকে ৮৫ কোটি টাকা দিতে হবে। কেসিসি-কে ৮৫ কোটি টাকার FDR খুলতে হবে তারপর বৈদেশিক সহায়তা আসবে। তারা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন করবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ অথবা এনজিও ব্যুরোর অনুমতি কেসিসিতে দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তীতে তাদের MOU নিয়ে মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হবে। এছাড়া খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ৩৪টি স্থানে মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত ৬৩টি ট্রাফিক সিগন্যাল সাইনবোর্ড স্থাপনের অনুমতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সাইন বোর্ডের পরিমাপ সরেজমিনে কেসিসি-কেএমপি পরিদর্শন করে নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়। প্রতিটি সাইনবোর্ডে লেখা/সাইন রাতের বেলায় দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য রিফ্লেক্টর ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১** কেসিসি, সোনার বাংলা ইমব্যাংকমেন্ট প্রজেক্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কোথাও কোন কাজ এখনো করে নাই। তাদের কোন রেজিস্ট্রেশন নাই। তাছাড়া অর্থনৈতিক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এনজিও ব্যুরোর কোন অনুমোদন নাই। তাদেরকে বলা হয়েছে আগে সরকারের অনুমোদন দেখতে হবে এবং এনজিও ব্যুরোর ইনলিস্টেড হতে হবে, তার পরে প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাবে।

আলোচনা
জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি বলেন, কেএমপি থেকে ট্রাফিক সিগন্যাল সাইন বোর্ড স্থাপন করার জন্য নিম্নরূপ তালিকা দেয়া হয়েছেঃ (১) বয়রা মহিলা কলেজ মোড় (২) জোড়াগেট ক্রসিং (৩) নিউ মার্কেট ১নং গেটসহ বায়তুন নুর মসজিদ ও সংলগ্ন এলাকায় (৪) শিববাড়ী মোড় (৫) ডাকবাংলো মোড় (৬) পাওয়ার হাউজ মোড় (৭) পিকচার প্যালেস মোড় (৮) সোসাইটি হলের সামনে (৯) ডাক বাংলো ও পিকচার প্যালেসের মাঝে (১০) সদর থানার সামনে (১১) বৈকালী মোড় (১২) পিকচার প্যালেস মোড়ে আপ্যায়ন হোটেলের সামনে (১৩) দৌলতপুর বেবী স্ট্যান্ড (১৪) ফেরিঘাট মোড় (১৫) পিটিআই মোড় (১৬) কেএমপি সদর দপ্তরের সামনে (১৭) রূপসা ট্রাফিক মোড় (১৮) রয়্যালের মোড় (১৯) মিনাক্ষী হল মোড় (২০) সাত রাস্তার মোড় (২১) কেসিসি মার্কেটের সামনে (২২) গল্লামারী মোড় (২৩) ধর্ম সভা মোড় (২৪) বঙ্গবন্ধু চত্বর (২৫) ফুলবাড়ী গেট (২৬) দৌলতপুর বাজার (২৭) নতুন রাস্তার মোড়। (২৮) সাউথ সেন্ট্রাল রোডের মাথায় (২৯) ফুলবাড়ি গেট (৩০) রূপসা ব্রীজ মোড় (৩১) সোনাডাঙ্গা মোড়। এসব স্থান ছাড়া আরো প্রয়োজনীয় স্থানে ট্রাফিক সিগন্যাল সাইন বোর্ড স্থাপন করা হবে। ট্রাফিক সিগন্যাল সাইন বোর্ডের সাইজ দেয়া হয়েছে ৫'×৩' আকারে। ট্রাফিক সিগন্যাল সাইনবোর্ড স্থাপনের স্থলে পার্কিং, ইউটার্ণ, ইজিবাইক প্রবেশ ইত্যাদি নিষেধ আছে। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** বায়তুন নুর মসজিদের সামনে একটা ট্রাফিক সিগন্যাল সাইন বোর্ড স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, সোনার বাংলা নামীয় প্রতিষ্ঠান আগে তাদের টাকা দিয়ে উন্নয়ন কাজ করবে, তারপর কেসিসি টাকা ইনভেস্ট করবে। কেসিসি'র স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেএমপি যৌথভাবে সরেজমিনে ফিল্ডে গিয়ে দেখে যে কয়টা ট্রাফিক সিগন্যাল সাইবোর্ড প্রয়োজন তিনি সেই কয়টা স্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ২০/০৪/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেএমপি যৌথভাবে সরেজমিনে ফিল্ডে গিয়ে দেখে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাফিক সিগন্যাল সাইনবোর্ড স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) কেসিসি-কেএমপি সরেজমিনে পরিদর্শন করে উক্ত সাইন বোর্ডের আকার বা পরিমাপ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) প্রতিটি সাইন বোর্ডে রাতের বেলায় লেখা/সাইন দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য রিফলেক্টর ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ২৬/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) Sonar Bangla Embankment Project Limited-কে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এনজিও ব্যুরোর অনুমতি কেসিসিতে দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তীতে MOU নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব টাকা দিয়ে আগে উন্নয়ন কর্মকান্ড করবে তারপরে কেসিসি'র টাকা ইনভেস্ট হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। গত ১৫/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ, সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩,** গত ১৫/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক-এর বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা আছে। খুলনা শহরের ময়লা আবর্জনা অনেক বেশি এবং পচনশীল দ্রব্যসহ বর্জ্য থেকে উক্ত এনার্জি প্লান্ট স্থাপন করা হলে কেসিসি'র ইনকাম হবে। **জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব)** বলেন, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির সাথে অন্য কোন শর্ত আছে কিনা জানা দরকার। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৫/০৩/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) Guardian Network এর আওতায় খুলনা মহানগরী এলাকায় শহরের পচনশীল দ্রব্যসহ সকল বর্জ্য থেকে একটি ওয়েষ্ট টু এনার্জি প্লান্ট স্থাপন করার জন্য Guardian Network এর বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক দলকে Physical/Feasibility Study সহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে Invitation Letter প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১নং ওয়ার্ডে মোল্লাপাড়া মেইন রোড হতে পশ্চিম দিকে আনুমানিক ২কিলোমিটার লম্বা (২০০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্য) নবনির্মিত ক্ষেত্রখালী খাল পাড় রোডটি **"মেয়র, তালুকদার আব্দুল খালেক সড়ক"** নামে এবং উক্ত খালপাড় রোডের পার্শ্বে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকাটি "মধুমতি আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না), মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৫,** কেসিসি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১নং ওয়ার্ডে মোল্লাপাড়া মেইন রোড হতে পশ্চিম দিকে আনুমানিক ২কিলোমিটার লম্বা (২০০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্য) নবনির্মিত ক্ষেত্রখালী খাল পাড় রোডটি **"মেয়র, তালুকদার আব্দুল খালেক সড়ক"** নামে এবং উক্ত খালপাড় রোডের পার্শ্বে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকাটি "মধুমতি আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, নির্মিত রাস্তাটি ২ কি:মি: লম্বা হলে ২০০০ফুট হবে না, ২০০০ মিটার হবে বলে মন্তব্য করেন। তাছাড়া আবাসিক এলাকার নামকরণ করতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তাই মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে উক্ত রাস্তাটির নামকরণ "মেয়র, তালুকদার আব্দুল খালেক সড়ক" এবং বর্ণিত খালপাড় রোডের পার্শ্বে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকাটি "মধুমতি আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১নং ওয়ার্ডে মোল্লাপাড়া মেইন রোড হতে পশ্চিম দিকে আনুমানিক ২কিলোমিটার লম্বা (২০০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্য) নবনির্মিত ক্ষেত্রখালী খাল পাড় রোডটি **"মেয়র, তালুকদার আব্দুল খালেক সড়ক"** নামে এবং উক্ত খালপাড় রোডের পার্শ্বে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকাটি "মধুমতি আবাসিক এলাকা" নামে নামকরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায়, ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ২০,১০০ পিচ প্রিন্ট শাড়ী ও ৪,০৫০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ৯৫,৬৪,৩০০.০০ (পঁচানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায়, ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ২০,১০০ পিচ প্রিন্ট শাড়ী ও ৪,০৫০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ৯৫,৬৪,৩০০.০০ (পঁচানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ সংক্রান্ত বিষয়ে ভ্যাট ও আয়করসহ ৯৫,৬৪,৩০০.০০ (পঁচানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত) টাকা ব্যয় অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে মহানগরীর ৩১টি ওয়ার্ডের গরীব, অসহায়, ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ২০,১০০ পিচ প্রিন্ট শাড়ী ও ৪,০৫০ পিচ সেলাই লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ভ্যাট ও আয়করসহ ৯৫,৬৪,৩০০.০০ (পঁচানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত) টাকা সাধারণ তহবিলের মাধ্যমে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
৬। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে ৫৪০জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৪৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী ও বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ২,৮৯,৬৪০.০০ টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩০,৪১২.২০টাকাসহ মোট ৩,২০,০৫২.২০(তিনলক্ষ কুড়ি হাজার বায়ান্ন দশমিক কুড়ি) টাকা ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলন এবং ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রীম সমন্বয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে ৫৪০জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৪৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী ও বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ২,৮৯,৬৪০.০০টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩০,৪১২.২০টাকাসহ মোট ৩,২০,০৫২.২০(তিনলক্ষ কুড়ি হাজার বায়ান্ন টাকা কুড়ি পয়সা) ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলন ও ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রীম সমন্বয় এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে ব্যয় অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্ণিত বিষয়ে ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রিম সমন্বয় করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ উপলক্ষ্যে ৫৪০জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৪৮ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, শাড়ী ও বাটার স্যান্ডেল ক্রয় বাবদ ২,৮৯,৬৪০.০০ টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩০,৪১২.২০ টাকাসহ মোট ৩,২০,০৫২.২০ (তিনলক্ষ কুড়ি হাজার বায়ান্ন টাকা কুড়ি পয়সা) ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রীম উত্তোলন এবং ভাউচারের মাধ্যমে অগ্রীম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। বিবিধ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, স্বপ্নের "পদ্মা সেতু" উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দলীয় লোকজনসহ সকলেই যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ উপলক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড অফিসগুলো সম্মানিত কাউন্সিলরদের নিজ খরচে সাজাতে হবে এবং প্যানা, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদিও তাদের খরচে তৈরি করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে স্বপ্নের "পদ্মা সেতু" উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দলীয় লোকজনসহ তদস্থলে গমন করার উদ্যোগ গ্রহণ ও নিজ খরচে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তাদের ওয়ার্ড অফিস সাজাবে এবং প্যানা, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি তৈরি করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-২২৯২ তারিখ-২২/৬/২০২২

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-২২৯২(৭) তারিখ-২২/৬/২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।